গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
www.khdc.gov.bd

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অনুষ্ঠিত এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ ২৭ মার্চ, ২০২৩খ্রি. সকাল : ১১. ০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ সম্মেলন কক্ষ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
আলোচনার সময়কাল	ঃ জানুয়ারী হইতে ফেব্রুয়ারী/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/এনজিও প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"-তে প্রদর্শিত হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জনাব মুনতাসির জাহান আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং এতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। অতপর: সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>এনজিও এর নাম ও কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>
<u>আনন্দ ঃ-</u> উপস্থিত প্রতিনিধি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, জনাব বিজয় কৃষ্ণ বালা জানান যে, তাঁদের বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৭টি উন্নয়মূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম ও অগ্রগিত নিম্নরুপভাবে তুলে ধরেন:
প্রকল্পের নাম ঃ
1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project.
2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project.
3. Anando pre-school program.
4. Regional Programme for scaling up Multi-Sectoral approach for Nutrition Smart Village in Bangladesh.
5. Sustainable Credit and Development program.
6. The Provision of Development Support Service to Women Under the Vulnerable Group Development Program (VGD)
7. Out of School Chidren Education Program (PEDP-4)
1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর ১,৩৫,০৭,৪৪৫/- টাকা (চলমান বছরে বরাদ্দ ৪৫,০২,৪৮২/- টাকা) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী-২০২২খ্রি. হতে ডিসেম্বর-২০২৬খ্রি. পর্যন্ত। কর্মমূখী কারিগরী প্রশিক্ষণ যেমন- ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং ও টেইলরিং (মহিলাদের জন্য) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি, চাকুরী ও ব্যবসায় উৎসাহিত করা এবং আত্বনির্ভরশীল হতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>ছাত্র ভর্তি</td><td>৭৫ জন</td><td>৬৮ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ ক্লাশ</td><td>৪৯দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td><td>৪৯দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td>সকল ট্রেড</td></tr>
</table>
2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর ২৪,২৭,৯০০/- টাকা (চলমান বছরে বরাদ্দ ২৩,৭৭,৯০০/- টাকা) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়ে আসছে। স্ট্রেনদেনিং অফ সেলফ এসটিম, স্ট্রেনদেনিং অফ সোস্যাল স্কিলস, এমপাওয়ারমেন্ট, ওমেন্স রাইট এবং বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কারিগরী বই প্রদান এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>গালর্স হোষ্টেলে ছাত্রী ভর্তি</td><td>৩০ জন</td><td>৩১ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০২</td><td>প্রশিক্ষণ ক্লাশ</td><td>৪৯ দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>কম্পিউটার প্রশিক্ষণ</td><td>৪৯ দিন</td><td>৪৯ দিন</td><td></td></tr>
</table>
3. Anando pre-school program: প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে (চলমান বছরে বরাদ্দ ৪৫,০২,৪৮২/- টাকা)) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- বোয়ালখালী, মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়ন এবং রাঙ্গামাটি জেলার সদর ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
</td><td>১। উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

২। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গৃহিনী মহিলাদেরও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৩। দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।</td><td>আনন্দ, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি	৩২৫ জন	৩২৫ জন	
০২	ডশক্ষা উপকরণ বিতরণ	৩২৫ সেট	৩২৫ সেট	
০৩	ক্লাশ	৫৭২	৫৭২	
০৪	কমিটি মিটিং	২৬	২৬	
০৫	এ্যানিমেটর মিটিং	০৪	০৪	
০৬	সুপারভাইজার কর্তৃক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন	২৬	২২	

4. Regional Programme for scaling up Multi-Sectoral approach for Nutrition Smart Village in Bangladesh: প্রকল্পটি ওয়েলথহাঙ্গার হিলফ্, জার্মানী'র অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,৪২,৮২,৪৪০/- টাকা এবং চলমান বছরে বরাদ্দ ৭৩,৭৮,০০০/- টাকা)) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ফলোআপ পুষ্টি ক্যাম্প	১০ টি	১০ টি	
০২	মডেল সিফ্স ফার্ম স্থাপন	৫০ টি	৪০ টি	
০৩	পুষ্টি বাগান স্থাপন	২০০ পরিবার	১৮০ পরিবার	
০৪	হোম ভিজিট	৪৫ গ্রাম	৪৩ গ্রাম	
০৫	চাইল্ড স্ক্রিনিং	৫০০ চাইল্ড	৫৫০ চাইল্ড	

5. Sustainable Credit and Development programe: এই প্রকল্পটি **Licht brucke Germany** অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ৫,০০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সমিতি গঠন	৪ টি	১ টি
০২	নতুন সদস্য ভর্তি	৩৩৩ জন	২১৭ জন
০৩	সঞ্চয় আদায়	৩২,৩৮,৬৮০/-	৫০,৬৭,৩০৪/-
০৪	সঞ্চয় ফেরত	১৯,৪৩,২০৮/-	৫২,৫৩,০৬২/-
০৫	ঋণ বিতরণ	৩,০৯,৪০,০০০/-	৩,৮৯,২৮,০০০/-
০৬	ঋণ আদায়	২,৫৬,২৯,১৯০/-	৩,৬৫,৪৯,৩১১/-

6. The Provision of Development Support Service to Women Under the Vulnerable Group Development Program (VGD): এই প্রকল্পটি চুক্তি অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু চুক্তি অনুসারে উপকারভোগীদের জমাকৃত সঞ্চয় ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে সঞ্চয় ফেরতের সহযোগীতা করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে ফেইজ আউট করা হয়েছে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য পুনরায় আবেদন করা হয়েছে।

7. Out of School Chidren Education Program (PEDP-4) ঃ এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ১,৫০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ-২০২৩খ্রি. হেত আগষ্ট ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত। বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি, দক্ষতা ও সমতা সৃষ্টি এবং ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা অর্জন করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন	৪০ টি কেন্দ্র	৪০ টি কেন্দ্র
০২	১২দিন ব্যাপি টিওটি প্রশিক্ষণ	০২ টি গ্রুপ	০২ টি গ্রুপ
০৩	বার্ষিক মূল্যায়ন	১৩৭ টি কেন্দ্র	১৩৭ টি কেন্দ্র

০২. <u>জাবারাং কল্যাণ সমিতি</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব ধনেশ্বর ত্রিপুরা জানান যে, তাঁদের সংস্থা বর্তমান ৫টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের নাম- ১। আওয়ার লাইভস্, আওয়ার হেলথ, আওয়ার ফিউচারস, ২। ওয়াই-মুভস, ৩। জেলা স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম, ৪। সফল, ও ৫। পিইডিপি-৪ সাব কম্পোনেন্ট আউট অব স্কুল চিলড্রেন।

১। **Our Lives, Our Health, Our Future (OLHF))** ঃ এটি বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ও সিমাভি, নেদ্যারল্যান্ড এর অর্থায়নে (২,৭০,২৭,৩৯৬/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর এর ১৮টি পাড়ায় ও পানছড়ি উপজেলায় ১২টি পাড়ায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি** ঃ- কিশোরীদের মায়েদের সাথে মিটিং আয়োজন-১৭টি, কিশোরীদের বাবাদের সাথে মিটিং আয়োজন-১৩টি, কিশোরীদের ভাইদের সাথে মিটিং আয়োজন-১৩টি, স্টাফ সাপোর্ট সেশন-২টি, মেন্টর সার্পোটি সেশন-২টি এবং প্রকল্পের ৩০টি কিশোরী ক্লাবের সদস্য কিশোরী ও যুব নারীদের জন্য সেশন আয়োজন-৩৬০টি।

২। **ওয়াই-মুভস** ঃ এই প্রকল্পটি সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেবেলপমেন্ট কো অপারেশন এজেন্সি (সিডা) এর অর্থায়নে (সংশোধিত বরাদ্দ ৪৬,৮১,৮৫২/- টাকা) পেড়াছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর এলাকায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০২০ হতে জুন ২০২৪খ্রি. পর্যন্ত। **আলোচ্য**

১। সকল উন্নয়ন কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। উপজেলা ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পাদনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় পূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি।

সময়ে অগ্রগতি ঃ- পেরাছড়া এনসিটিএফ কমিটির সদস্যদের মাসিক অধিবেশন। প্রতিবেদনকালে ২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় মোট অংশগ্রহণকারী-৫৮জন।

৩। **স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম ঃ** এই কর্মসূচিটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর আর্থিক সহায়তায় ১ আগস্ট/২১খ্রি. হতে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতার ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ- আধুনিক জেলা সদর হাসপাতাল পরিদর্শন-১টি, মোট অংশগ্রহণকারী-৭জন;** খাগড়াছড়ি ও মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য অধিকার যুব ফোরাম এর ২০২৩ সালের পরিকল্পনা সভা-১টি, **মোট অংশগ্রহণকারী-৭জন;** মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য অধিকার ফোরামের মতবিনিময় সভা-১টি, মোট অংশগ্রহণকারী-২২জন এবং ধুমনীঘাট কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন-১টি, মোট অংশগ্রহণকারী-৭জন।

৪। **সফল ঃ** এটি ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ ও পেনি এ্যাপিল এর অর্থায়নে (১,৪১,২২,৮০৯/ টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ নভেম্বর ২০২১ হতে ৩০ অক্টোবর ২০২২খ্রি. তবে প্রকল্পটি মে ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ-** ভিডিসি পূর্নগঠন -৫৬টি, সরক্ষা কমিটি গঠন- ৮১টি, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ- ১টি এবং ৩৫টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃমি সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।

৫। **পিইডিপি-৪ সাব কম্পোনেন্ট আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রেগ্রাম ঃ** এই প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, পিইডিপি-৪ বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (১,৯৯,১৮,৭০০০/- টাকা) বাস্তবায়নকারী সংস্থা-প্রোগ্রেসিভ, রাঙ্গামাটি এবং স্থানীয় উপ-বাস্তবায়নকারী সংস্থা-জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি মাধ্যমে জেলার দীঘিনালা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকেল্পর মেয়াদ ১ ফেব্রুয়ারী ২০২২ হতে ৩১ জুলাই ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের স্কুলমুখীকরণ। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ- শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন-৬৭টি, অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ করেন-২৯০জন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী, ১৬৬৬২জন শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগ এবং স্কুল ড্রেশ উপকরণ বিতরণ এবং ৬৭টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার এবং উপজেলা প্রেগ্রাম ম্যানেজারদের নিয়ে শিক্ষক সমন্বয় সভা করা হয়।

০৩. **খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি** ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব যুগান্তর ত্রিপুরা জানান যে, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি কর্তৃক বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি সহ চলমান কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরেন। প্রকল্পের নাম ঃ

ক. পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প
খ. আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ
গ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম)
ঘ. খাগড়াছড়ি'র নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মউদ্যোগ

ক. পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,৬৩,৭১,৯৪৭/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর, ২০২০খ্রি. হতে আগষ্ট, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার উপর কার্যকর জবাবদিহীতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম	সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)
০১	গ্রামের উদ্যোগসমূহকে সহায়তা	০৮টি (অংশগ্রহণকারী ১৬০ জন)
০২	উন্নয়ন ধারনা ও কৌশল	০২টি (অংশগ্রহণকারী ৫০ জন)
০৩	লানিং রিফ্লেকশন সেশন	১টি (অংশগ্রহণকারী-২৫ জন)
০৪	র‍্যালি ও মানব বন্ধন	০১টি
০৫	জেলা নারী নেতৃত্বের নিয়ে সমন্বয় সভা	০২টি (অংশগ্রহণকারী-২৩জন)
০৬	মিডিয়া, মেডিক্যাল ও আন্যান্য সেবা	০৬টি

খ. আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ ঃ এটি সিমাভি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, নেদ্যারল্যান্ড এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে (মোট বরাদ্দ ২,৫৮,৮৯,৩১৩/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- মহালছড়ি ও গুইমারা উপজেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ আগস্ট ২০১৯খ্রি. হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুবতী নারী ও কিশোরী মেয়েরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত/নির্যাতনমুক্ত, মর্যাদাকর ও বৈষম্যমুক্ত জীবন যাপন করার লক্ষ্যে তাদের পদ্ধতিগত কারিগরি জ্ঞান ও প্রশাসনিক স্ব-ক্ষমতার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	পরিচালিত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ	সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)
০১	কিশোরী ক্লাবে সেশন পরিচালনা (সহিংসতা, নির্যাতন, যৌন ও প্রজনন)	৩০টি (১২০০ জন কিশোরী)

১। কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।

২। সকল কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

কে.এম.কে. এস. খাগড়পুর, খাগড়াছড়ি।

০২	সৃজনশীল কার্যক্রম (অভিভাবক, মা, বাবা, ভাই ও বোনদের নিয়ে)	২ টি (১২০০ জন অংশগ্রহণকারী)
০৩	ডাটা কালেকশন করা	২০টি
০৪	অডিট করা	০২ টি
০৫	নিয়মিত কিশোরী ক্লাবের জন্য মাসিক সাপোর্ট সেশন প্রশিক্ষণ	১ টি (৩০ জন ফিমেল মেন্টর)
০৬	কিশোরী ক্লাবের সেশন মনিটরিং	০৭টি
০৭	কর্মীদের নিয়মিত মাসিক সাপোর্ট সেশন বা প্রশিক্ষণ	১টি
০৮	পার্টনার ভিত্তিক প্রকল্প কর্মীদের মাসিক সমন্বয় সভা	১ টি (৮ জন প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মী)

গ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম) ঃ এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ১৮,৬৯,২০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকেল্পর মেয়াদ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকার বঞ্চিত নারীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি নারী ও কন্যা শিশুর উপর সহিংসতার মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ যুব নারী-নারীনেত্রী-আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত এক্টিভিক্ট ফোরামের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা-১টি এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা-২টি।

ঘ. খাগড়াছড়ি'র নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কর্মউদ্যোগ ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলায় প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়তাই এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। এটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর (মোট বরাদ্দ ১,৪৪,১৫,৭৬৭/- টাকা) অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২২ মার্চ ২০২০খ্রি. হতে৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ মাসিক মিটিং-৭৭টি, অর্ধ-বার্ষিক এ্যাপেক্স ফোরাম-১টি, সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীদের সাথে পরামর্শমূলক সভা-১টি, মাসিক কর্মী সমন্বয় সভা-১টি, এ্যাক্টিভিষ্ট ফোরামের মাসিক সভা-১টি এবং আইজিএ সাপোর্ট ৯৭জনকে প্রদান করা হয়।

০৪. <u>তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি সমন্বয়কারী অর্থ ও প্রশাসন, জনাব রুমেন চাকমা জানান- তাঁদের সংস্থা বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলায় উন্নয়নমূলক ৫টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্প সমূহের নাম ঃ

১। আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের ভবিষ্যত;

২। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে নারীর অগ্রগতি;

৩। জীবন ও জীবিকা আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি;

৪। কনজারভেশন কমিউনিকেশন আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি ও

৫। বাংলাদেশ অনাথ শিশুদেও আজীবন সাফল্যেও জন্য সমন্বিত সহায়তা প্রকল্প।

১। আমাদের জীবন, আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের ভবিষ্যত ঃ তিনি বলেন- এই প্রকল্পটি নারী প্রগতি সংঘ ও সিমাভি, নেদ্যারল্যান্ড এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,৫৮,৯৮,৩১৩/-টাকা) খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার- বাবুছড়া, কবাখালি, বোয়ালখালি, দীঘিনালা সদর ও মেরুং ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ আগস্ট, ২০১৯খ্রি. হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত।

আলোচ্য সমেয় প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-

ক্র.নং	সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ	টার্গেট	অর্জন
০১.	কিশোরী ক্লাব পর্যায়ে কিশোরীদের সাথে কিশোরী সেশন	৩৬০টি	৩৬০টি
০২.	কিশোরীদের প্রায়োরিটি ইস্যু নিয়ে সৃজনশীল কার্যক্রমের বিষয় নিয়ে পিতা-মাতা এবং ভাইদের সাথে সেশন	১২০ টি	৬০ টি
০৩.	ফিমেল মেন্টরদেও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত মাসিক সেশন পরিচালনা করা	২টি	২টি

২। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে নারীর অগ্রগতি ঃ এই প্রকল্পটি দ্যা কার্টার সেন্টার, ইউএসএ এর অর্থায়নে (চলমান বছরে বরাদ্দ ৩৪,৫২,৯৫৭/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, দিঘীনালা, মাটিরাঙ্গা ও পানছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ অক্টোবর, ২০২২খ্রি. হতে ৩১আগস্ট, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-

ক্র.নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা
১.	মনিটরিং ও সুপারিভিশন কমিটি সভা	০১টি (অংশগ্রহণকারী মোট-২৩ জন)
২.	উপজেলা পর্যায়ে সিএসও, সিবিও, নেটওয়ার্ক, এলায়েন্স, ফোরাম, এ্যাসোসিয়েশন ও নারী দলের সাথে জলবায়ু ন্যায্যতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	১টি (অংশগ্রহণকারী মোট-২০ জন)
৩.	ইউনিয়ন পর্যায়ে জলবায়ু ন্যায্যতা ও তথ্য বিষয়ে বুথ ক্যাম্প	৩টি (অংশগ্রহণকারী মোট-৭৯ জন)
৪.	সামাজিক দায়িত্ববোধ ও জলবায়ু ন্যায্যতা ও তথ্য বিষয়ে জনগণের কণ্ঠ সোচ্চার করার জন্য কমিউনিটি যুব স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্তকরণ	৩০টি (অংশগ্রহণকারী মোট-৫৯৮ জন)

৩। জীবন ও জীবিকা আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি ঃ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সকল উপজেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনায়

সংশ্লিষ্ট লাইন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে

তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি।

টেকসই দক্ষতা আনয়নের জন্য ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় মোট বরাদ্দ ৩,০৭,৮১,৬১১/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ জানুয়ারী, ২০২২খ্রি. হতে ৩০ জুন, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-

ক্র.নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা	মন্তব্য
১.	জীবন ও জীবিকার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১০টি ভিসিএফ	মোট-১৮০ জন

৪। **কনজারভেশন কমিউনিকেশন আন্ডার চিটাগং হিল ট্রাকস ওয়াটারসেট কো-ম্যানেজমেন্ট একটিভিটি ঃ** খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা, পানছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, দিঘীনালা, গুইমারা ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় অবস্থিত ভিসিএফ কমিটি, নেটওর্য়াকিং ও ভিসিএফ এলাকার পাড়াবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তন, বন্য প্রাণি সংরক্ষণ, ছড়া ঝিড়িসহ পানির সকল উৎস সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ৪৮,৪৪,৮৫৫/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মেয়াদ মে, ২০২১ হতে জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-

ক্র.নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ভিসিএফ পর্যায়ে সচেতনতামূলক অভিজ্ঞতা মতবিনিময় সভা	মোট ২৪০ জন	দীঘিনালা
২.	ভিসিএফ পর্যায়ে সচেতনতামূলক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা	মোট ৪০ জন	দীঘিনালা

৫. বাংলাদেশের অনাথ শিশুদের আজীবন সাফল্যের জন্য সমন্বিত সহায়তা প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পটি পেনি এপিল, ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,২৩,৩০,৯৬৮/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- দিঘীনালা ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা নভেম্বর ২০২১ হতে ৩১মে, ২০২৩ পর্যন্ত। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-

ক্র.নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/সংখ্যা/কর্মশালা
১.	অনাথ শিশুদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান (প্রতি শিশুকে ১০০০/- করে)	৪৩৯ জন ছাত্র/ছাত্রী
২.	গ্রাম পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কমিটি পূন: গঠন	১০১টি কমিটি গঠন
৩.	গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সাথে মাসিক সভা	২৭০টি
৪.	লার্নি সেন্টার, অনাথ শিশু বাড়ি, অনাথ শিশু বিদ্যালয় পরিদর্শন	৩১২টি পরিদর্শন
৫.	সেল্প হেল্প গ্রুপের সাথে সভা	৬১টি
৬.	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভা	৬টি

০৫. <u>ব্র্যাক</u> ঃ- ব্র্যাক এনজিও সংস্থার উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব মো: গোলাম মোস্তফা জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে। কর্মসূচী গুলো হচ্ছে - ১। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি, ২। যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ৩। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি।

১। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ঃ ম্যালেরিয়া নির্মুলের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া এর অর্থায়নে জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথভাবে খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তের জন্য রক্ত পরীক্ষা-৯৫০৬ জন এবং ম্যালেরিয়া বিষয়ক ওরিয়েন্টশন ০৯টি।

২। যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ঃ যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথ ভাবে এবং দাতা সংস্থা গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া এর অর্থায়নে কার্যক্রম খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ যক্ষা কফ পরীক্ষা-৩১৩০ জন, কফ পরীক্ষার মাধমে যক্ষা রেগী সনাক্ত (পজিটিভ)- ২৩০ জন, এক্স-রে এর মাধ্যমে যক্ষা পরীক্ষা-২৪০ জন, মোট চিহ্নিত যক্ষা রোগী-২৩২ জন, যক্ষা থেকে আরোগ্য রোগী-২৪৩ জন এবং যক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টশন ১০টি।

৩। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি ঃ ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) ও মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি)।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র ও সম্পদহীন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে, সচেতন করা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষি ও অ-কৃষি খাতে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং মৃত্যু জনিত বীমা ও ঋণ মওকুফ করা।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি) ঃ প্রগতি মানে প্রেরণা। গ্রাম, শহর ও শহরতলী এলাকায় আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও এই কর্মসূচীর লক্ষ্য।

আলোচ্য সময়ে মাইক্রোফাইন্যান্স এর অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষাণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা/অন্যান্য সংখ্যা	মন্তব্য
০১	মোট গ্রাম সংগঠন	৫৭০টি	
০২	সদস্য সংখ্যা	৪১,৭১০ জন	
০৩	নতুন সদস্য ভর্তি	৪,১৫০ জন	
০৪	সদস্য বাতিল	৮০ জন	
০৫	মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১৮,৩১০ জন	
০৬	২ মাসে ঋণ বিতরণ	২০৩৬.৬০ লক্ষ টাকা	
০৭	২ মাসে ঋণ আদায়	২০১০.৮৬ লক্ষ টাকা	

ম্যালেরিয়া ও যক্ষা প্রতিরোধ কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ব্র্যাক, খাগড়াছড়ি।

০৮	ঋণের স্থিতি	৫২৩৮.৪০ লক্ষ টাকা	
০৯	সঞ্চয় আদায়	৩০১.৮৬ লক্ষ টাকা	
১০	সঞ্চয় ফেরত	১৯৮.৫৪ লক্ষ টাকা	
১১	সঞ্চয় স্থিতি	১৯০.১০ লক্ষ টাকা	
১২	সঞ্চয় উত্তোলন	১৯৮.৫৪ লক্ষ টাকা	
১৩	অনুদান প্রদান	১.৯০ লক্ষ টাকা	
১৪	অনাদায়ী ঋণ	৭০৩৭ জনের কাছে ২৩৫.৪০ লক্ষ টাকা	
১৫	বীমা প্রদান	০৭ জনকে ৩.৯০ লক্ষ টাকা	
১৬	ঋন মওকুফ	০৭ জনকে ৩.৯০ লক্ষ টাকা	

০৬. <u>ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)</u> ঃ- সমন্বয় সভায় উপস্থিত এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, জনাব মো: আবদুর রহমান জনান- সনাক মূলত উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি/ আইন, প্রক্রিয়া, চর্চা এবং ভুলের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সংস্কারের জন্য প্রবর্তক ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের চাহিদা তৈরী এবং দুর্নীতি মোকাবেলা করতে জনগণের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা। তিনি আরো জানান- তাঁদের সংস্থা বর্তমানে Participatory Action aginst Corruption towards Transparency & Accountability (PACTA) নামে ১টি প্রকল্প FCDO (DFID), Embassy of Denmark, SIDA and SDC এর অর্থায়নে (১ এপ্রিল ২০২২ থেকে- ৩১/১২/২০২৬) ১০,৪০,৪৬৪/- টাকা (এক বছরের জন্য) ব্যয়ে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় উন্নয়মূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ

ক্র. নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/কর্মশাল.সংখ্যা	মন্তব্য
ক.	এনগেজমেন্ট অব সনাক মেম্বারস	০২ টি, উপস্থিতি: ৩৪ জন	
খ.	এনগেজমেন্ট অব ইয়েস মেম্বারস	০২ টি, উপস্থিতি: ৪৮ জন	
গ.	কমিউনিটি অ্যাকশন সভা	০১ টি, উপস্থিতি: ২৪ জন	
ঘ.	এসিজি কর্তৃক অ্যাডভোকেসি সভা	০১ টি, উপস্থিতি: ২৪ জন	
ঙ.	সনাক কর্তৃক অ্যাডভোকেসি সভা	০৩ টি, উপস্থিতি: ১১১ জন	
চ.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	০১ টি, উপস্থিতি: ১৮ জন	
ছ.	উপকমিটির সাথে সনাক এর সভা	০৪ টি, উপস্থিতি: ৩২ জন	

স্বচ্ছতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

টিআইবি ও সনাক, খাগড়াছড়ি

০৭. <u>প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জনাব মো: আনোয়ারুজ্জামান জানান, তাঁদের সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে আয় ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচী অর্থ্যাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প, বিবিধ উৎপাদন, কৃষি প্রকল্প, দোকান ব্যবসা, রিক্সা/ভ্যান, গবাদি পশু প্রতিপালন, ব্রয়লার প্রতিপালন, কাচামাল ব্যবসায় ঋণ প্রদান করে থাকে। আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ-

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	সমিতির সংখ্যা	৭৪০টি	৭৪৮	
০২	সদস্য সংখ্যা	১২৬৩৮	১২১৩৬	
০৩	নতুন সদস্য ভর্তি	৬০০	৫৫০	
০৪	সদস্য বাতিল	-	৩৯২	
০৫	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১৩৮০	১৩৯৯	
০৬	ঋণ বিতরণ	১০,১৯,৫০,০০০/-	১০,২০,৫৬,০০০/-	
০৭	ঋণ আদায়	৯,৭০,০০,০০০/-	৯,২৭,৪২,৩৭৬/-	
০৮	ঋণের স্থিতি	৩০,৭৯,০০,৪০০/-	৩০,৮৯,১০,৪৯৪/-	
০৯	সঞ্চয় আদায়	২,১০,৫৫,০০০/-	২,০৭,৫২,৬৮০/-	
১০	সঞ্চয় ফেরত	১,৪০,৩২,০০০/-	১,৪৫,০৬,০৭৭/-	
১১	সঞ্চয় স্থিতি	২২,০৯,৫৭,০০০/-	২৩,০৯,২১,৫৯১/-	
১২	অনুদান প্রদান	-	-	
১৩	ঋন মওকুফ	-	-	
১৪	সঞ্চয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান	১,৫০,০০০/-	১,৬৮,১১৪/-	
১৫	ফরেন রেমিটেন্স	-	-	

সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।

০৮. <u>আলো</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি সমন্বয়কারী, জনাব সোমেন তালুকদার জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক ০১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প নাম ঃ ১। RMC (Rural Micro Credit).

১। RMC (Rural Micro Credit) ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালী, কবাখালী, মেরুং ও সদর ইউনিয়নে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধাদি প্রদান সাপেক্ষে এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা ..সংখ্যা	মন্তব্য
১	ঋণ বিতরণ- ৩,৯০,,০০০/- টাকা	১৮ জন	
২	ঋণ/ কিস্তি আদায়- ৪,০৩,০১৭/- টাকা	১৭৮ জন	
৩	ঋণ স্থিতি- ২৬,৪৫,৭৪১/- টাকা	৩৯৬ জন	
৪	সঞ্চয় আদায়- ৬৩,৩৯৩/- টাকা	২৩১ জন	
৫	সঞ্চয় ফেরত- ৭৬,০২৯/- টাকা	১৪ জন	
৬	সঞ্চয় স্থিতি- ৯,৬৭,৫২৯/- টাকা	৪৬৫ জন	
৭	সার্ভিস চার্জ আদায়- ৫০,৫২৯/- টাকা	১৭৮ জন	
৯	নতুন সদস্য ভর্তি	০১ জন	
১০	সদস্য বাতিল	০৫ জন	
১১	মোট ঋণীর সংখ্যা	৩৯৬ জন	
১২	মোট সমিতির সংখ্যা	৩৪ টি	
১৩	মোট সদস্য সংখ্যা	৪৬৫ জন	

বিগত ০৮/১১/২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বিবিধ আলোচনার ২নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ছক" মোতাবেক মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

আলো, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr>
<td>০৯.</td>
<td><u>দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি বীর মোহন ত্রিপুরা জানান- বর্তমানে তাঁদের সংস্থা কর্তৃক সিএইচটি লেপ্রসি কন্ট্রোল এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট নামে ১টি প্রকল্প দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল-ইউকে এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,৭৭,২৮,৮৩৭/- টাকা) চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১-২০২৫ পর্যন্ত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সমূহ, স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত জ্ঞান ও স্ব-পরিচর্যা অনুশীলন উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অবস্থা উন্নয়ন করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ পানছড়ি =০১জন (পিবি), খাগড়াছড়ি সদরে =০১জন (পিবি), মাটিরাঙ্গাতে = ০১ জন (এমবি), লক্ষীছড়িতে = ০১জন (পিবি), মানিকছড়িতে =(এমবি), সর্বমোট =০৫ জন (এমবি ০৩, পিবি-০২) নতুন কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগী সংখ্যা= ৪৯ জন (এমবি-২৫, পিবি-২৪)।</td>
<td>কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধে কার্যক্রম সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১০.</td>
<td><u>পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি সিনিয়ার ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার, জনাব আবদুল হক ভূঁইয়া জানান- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় তাঁদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সঞ্চয় কার্যক্রম, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, ঋণের বীমা, রেমিট্যান্স কার্যক্রম। তিনি নিম্নে ছকে মোতাবিক বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেনঃ-
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>কার্যক্রম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>সমিতির সংখ্যা</td><td>২৪০</td><td>২৬৩</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>সদস্য সংখ্যা</td><td>৭,৯৮০</td><td>৮১৩২</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>নতুন সদস্য ভর্তি</td><td>৬০০</td><td>৫৩৬</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>সদস্য বাতিল</td><td>৩২০</td><td>২২৫</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা</td><td>১,২৫৯</td><td>১,২২৬</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>ঋণ বিতরণ</td><td>১৮,৫০,৬০,০০০/-</td><td>১৭,৫০,৭০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>ঋণ আদায়</td><td>১৫,৫৮,৩৪,৯১০/-</td><td>১৬,১৯,৮৩,৯৩৫/-</td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>মোট ঋণ স্থিতি</td><td>৫৬,২০,১৬,০৯৬/-</td><td>৫২,৩৬,৯৪,৫৮৭/-</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>সঞ্চয় আদায়</td><td>২,১০,৬৬,৮৫০/-</td><td>২,৯৩,০০,৯৩৮/-</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>সঞ্চয় ফেরত</td><td>১,৬৪,৭৬,৮৮০/-</td><td>২,১৬,২০,৯৩৭/-</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>সঞ্চয় স্থিতি</td><td>২৪,৮০,৩১,২৭৯/-</td><td>২৪,৭৬,৩০,২৭৭/-</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>সঞ্চয় উত্তোলন</td><td>১,৮০,৫৩,৭৬০/-</td><td>২,১৬,২০,৯৩৭/-</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>অনুদান প্রদান</td><td>৮,৬০,০০০/-</td><td>৫,৬৯,৪৩০/-</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>ফরেন রেমিটেন্স</td><td>২০</td><td>৮</td></tr>
</table></td>
<td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।</td>
<td>পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১১.</td>
<td><u>কাবিদাং</u> ঃ- সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি নির্বাহী পরিচালক, জনাব লালসা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যথা-
১। Promotion of Agro-ecology Practices in the Chattogram Hill Tracts-Bangladesh (PAEP) ঃ- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীল, কৃষি পরিবেশের গবেষণা ও উন্নয়নে সমন্বিত সহযোগিতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটানোই এর প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০১৮ হতে ২০২৪ পর্যন্ত। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- জৈব চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচে ৫৮জন, ছাগল, মুরগী ও রিং বিতরণ ঃ ৩২টি ছাগল, ৩২টি মুরগী এবং ৩২টি রিং, ১৬৮টি গরু এবং ৪টি ছাগলকে ঠিকা প্রদান, মৌ চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান ঃ ২টি বক্স, ২টি ব্যাগ, ২জোড়া হ্যান্ড গ্লাব, ২টি কুইন গেইট, ২টি হেড কভার, উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২জন, জৈব কৃষি সদস্যকে সহায়তা প্রদান।

২। স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন কর্মসূচী ঃ- এটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর অর্থায়নে ১২নং প্রকল্প গ্রাম, ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য-সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং গ্রামের পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশের মান উন্নয়ন করাই এর উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২২ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ২য় ধাপে ৬টি পরিবারকে আধাপাকা ল্যাট্রিন তৈরীর কাজ সম্পন্ন করে বিতরণ করা হয়েছে এবং মাঠ পরিদর্শন ও ফলোআপ করা হয়েছে ১৭টি।</td>
<td>বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>কাবিদাং, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১২.</td>
<td><u>কারিতাস, বাংলাদেশ</u> ঃ- বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনজিও সংস্থা কারিতাসকে তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন আকারে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব মিল্টন বিশ্বাস তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন আকারে উপস্থাপন করতে না পারার জন্য দু:খ প্রকাশ করেন। এতে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিবর্তীতে সংস্থার উপস্থিত প্রতিনিধি জানান- তাঁদের সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে যথা ঃ ১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি), ২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এএসডিডিবি) ও ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি)।
১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি) ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়নে দাতা সংস্থা AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT এর অর্থায়ণে চলমান অর্থবছরে ৯,৭৯,০৫১/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০২১খ্রি. হতে সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রি. পর্যন্ত। এই প্রকল্পের কার্যক্রম হচ্ছে অর্গানিক ফার্মিং প্র্যাকটিস (সজ্বী, ধান, অর্থকরী), জুম চাষাবাদ(আপ-গ্রেড), মাল্টিস্টোরিড হর্টিকালচার, স্মল লাইভস্টক ও পোল্ট্রি, নার্সারী, ফিস কালচার, যুবক ও মহিলা উদ্যোক্তা, সোস্যাল টেকনিক্যাল এনিমেটর, মৌ চাষ ইত্যাদি।</td>
<td>আগামী সভায় সংস্থা তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পুন:রায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।</td>
<td>কারিতাস, বাংলাদেশ, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- কমিউনিটি কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র সভা-২৬টি, অংশগ্রহণকারী-১৪০৮জন, Training on organic farming practices ৬টি ব্যাচে অংশগ্রহণকারী-১৪৩জন, Input support small livestock & poultry rearing- ৩২জনকে বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে ৩২টি ছাগল, দেশী সবজি বীজ ৬৪০ গ্রাম, Vaccination Support- উপকারভোগীদের মাঝে পশুপালন গরু ও ছাগলের ২১৬টি ঠিকা প্রদান, Arraange Seminar/workshop on Environment protection উপকারভোগীদের বাটনাতলী ইউনিয়নে ইউনিয়ন পর্যায়ে ১টি কর্মশালা আয়োজন এবং Training on bee keeping- উপকারভোগীদের মাঝে মৌ চাষ প্রশিক্ষণ সেচন পরিচালনা করা হয়।

২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এএসডিডিবি) ঃ- এটি খাগড়াছড়ি জেলার সদর ইউনিয়নে কারিতাস জার্মানী ও বিএমজেড এর আর্থিক সহায়তায় চলমান বছরে ৫,৩৬,২৬৬/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এটি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, মাসিক সভা, আইজিএ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, শিক্ষা সহায়তা, সহায়ক উপকরণ বিতরণ বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্ন ও দায়িত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার- ১টি, সুবিধাভোগী ৩০ জন; প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক সভা-১৬টি, সুবিধাভোগী ২৪০ জন; প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবার পরিদর্শন-৮৫টি, সুবিধাভোগী ৪২৫ জন; সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সাথে এডভোকেসি-১টি, সুবিধাভোগী ০৮জন এবং বিভিন্ন পেশাজীবি ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য)-১টি, সুবিধাভোগী ৩৫জন।
৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি) ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও সদর উপজেলায় Kindermissions werk Germany এর অর্থায়ণে চলমান বছরে ১৩,৬২,৪০০/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুনগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং নৈতিক গঠন নিশ্চিত করা, যেন তাদের উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- সুবিধাভোগী শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩টি এবং সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০জন। স্কুল কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে এং নিয়মিত কার্যক্রম চলছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td><u>ওয়াইডব্লিউসিএ</u> ঃ উপস্থিত প্রতিনিধি কল্যাণ বিকাশ ত্রিপুরা জানান- তাঁর সংস্থা বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ ৩/২৩ ইকবালরোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ১,০৬,৫০,৫৩৮/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় Promotion of Women's Right and Child Development নামে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের অধীনে ৯টি কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করা হয়। তা তিনি লক্ষ্য সহ তাদের কার্যক্রম তুলে ধরেন-

ক) নারী ও যুব নারীর ক্ষমতায়ন ও রুপান্তরিত নেতৃত্বে উন্নয়ন ঃ নারীর নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা দান। বিভিন্ন উন্নয়নমূখী সিদ্ধান্তে স্বীয় মতামত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহনের নারীর ভূমিকা রাখা। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ জরায়ু মুখ ক্যান্সার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ সেশন-১টি (২৫জন) ও কম্বল বিতরন-১৫জনকে।
খ) গুণগত শিক্ষা ও শিশুবিকাশ ঃ মান সম্মত শিক্ষা দান। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ বই বিতরণ-১৬জনকে ও ক্লাস চালুকরন। স্বাধীনতা দিবসে চিত্রাংকন প্রতিয়োগীতা।
গ) নারীর স্বাস্থ্য অধিকার ঃ লক্ষিত জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং মা ও শিশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর হ্রাস করা ও সচেনতার মাধ্যমে তাদের আচরনগত পরিবর্তন করাই এর উদ্দেশ্য। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি- উঠান বৈঠক (স্বাস্থ্য ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য) -১টি (৩১জন), জরায়ু মুখ ক্যান্সার সম্পর্কে উঠান বৈঠক-২টি (২৫জন) এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা-১টি (১৬জন)।
ঘ) নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষের সমতা ঃ বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে তথ্য বিনিময়, শিক্ষা এবং যোগাযোগ পন্থা ব্যবহারের মাধ্যমে নারী- পুরুষ সমতা সর্ম্পকে সচেতনতা তৈরি করা।
ঙ) অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ঃ দরিদ্র অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাধীনে এনে, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা ও তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা। আলোচ্য সময়ে কার্যক্রম সমূহ-
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>অর্জন</th></tr>
<tr><td>সমিতির সংখ্যা</td><td>১০৪</td></tr>
<tr><td>মহিলা সদস্য</td><td>৮৫১</td></tr>
<tr><td>পুরুষ সদস্য</td><td>১৯৮৭</td></tr>
<tr><td>সদস্য সংখ্যা</td><td>১০১৬</td></tr>
<tr><td>সঞ্চয়ের পরিমাণ</td><td>৫৫,০০,০০৬/-</td></tr>
<tr><td>ঋণ প্রদান</td><td>১৯,২৫,০০০/-</td></tr>
<tr><td>ঋণ আদায়</td><td>১৮,৩৯,৪৬৩/-</td></tr>
<tr><td>মাঠ পর্যায়ে ঋণ রয়েছে</td><td>৮৯,৭৪,৬৬২/-</td></tr>
</table>
চ) পরিবেশ ন্যায্যতা ঃ মানব ও প্রকৃতি সৃষ্ট দূর্যোগের পার্থক্য সহ, দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্বনের সাথে নিজেদের জীবন-জীবিকাকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।</td><td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td><td>ওয়াইডব্লিউসিএ
খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

ছ) সামাজিক শান্তি ও ন্যায্যতা ঃ পরিবারে, কমিউনিটিতে ও সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের অনুশীলন প্রসারিত করা। নারী ও যুব-নারীদের স্থানীয় ও সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আরো বেশী সংস্পৃক্ত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জ) পার্টনারশীপ এন্ড নেটওয়াকিং ঃ সহযোগীতা গ্রহণ ও বাইরের উৎস থেকে সমর্থন এবং সম্পদ লাভের মাধ্যমে কর্মসূচী দৃশ্যমান প্রভাব তৈরি করা; নেটওর্য়াক, জোট গঠন এবং সহযোগীতামূলক যেকোন উদ্যোগে প্রশংসনীয় অবস্থান অর্জন করা; উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুবিধার্থে নীতিমালা সুদৃঢ় করার জন্য নেটওয়ার্কে যোগদান করা।

ঝ) সাংগঠনিক উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম ঃ উন্নত ব্যবস্থাপনা স্বাক্ষরতা, ব্যবস্থা ও কাঠামো চালু করার মাধ্যমে সুশাসনকর্মী সংগঠনগড়ে তোলা। সংগঠন বিকাশ (ওডি) উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সক্ষমতা গড়ে তোলা। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ- বোর্ড মিটিংএ ১১জন অংশগ্রহণ এবং কৌশলগত পরিকল্পনায় ৩জন অংশগ্রহণ করেন।

১৪. আগাপে ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব দিলীপ কুমার ত্রিপুরা জানান- খাগড়াছড়ি জেলায় কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে বর্তমানে ৫ বছর মেয়াদী ৩টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের নাম ঃ

১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬।

২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯। মোট বরাদ্দ-১১,৬৪,২৭৮/- টাকা

৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫। মোট বরাদ্দ-৮,৬০,০৮১-/- টাকা

১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬ ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদরে অর্ন্তগত খাগড়াপুর, ধর্মঘর, বড়পাড়া, হাদুকপাড়া, ইসলামপুর, শালবন ও কুমিল্লাটিলা এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ৩২৫ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১২ বছর ধরে কাজ করে আসছে। দাতা সংস্থা ক্যাম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ-১৮,৩৫,২৬৬/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।

২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯ ঃ- এটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত চেলাছড়া পাড়া, পল্টনজয়পাড়া, লারমাপাড়া, বাউরাপাড়া ও পেরাছড়া গ্রামের ৩০৭ জন শিশুদের নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ আসছে । এখানে গর্ভবতী মা রয়েছে, যাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা ও খরচ বহন করা হয়। দাতা সংস্থা ক্যাম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ-১৭,৬৬,৩০৩/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।

৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫ ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় পৌরসভার অধীনে দারোগাপাড়া, চৌধুরীপাড়া, ফেনীরকুল, মাস্টারপাড়া ও মহামুনি পাড়ার এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ২৮১ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১০ বছর ধরে কাজ করে আসছে । দাতা সংস্থা ক্যাম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ-১৫,২৭,৭৫৬/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী	মন্তব্য
১	স্কুল ফি-বেতন	৯১১জন শিশু	৩৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফিস, ২৮জনকে কলেজে ভর্তি, ৫৪জনকে এসএসসি রেজিষ্ট্রেশন ফিস, এইচএসসি ২য় বর্ষে ১২জনকে ভর্তি, টেশনিক্যাল এ ১২জনকে, ৭জনকে স্পেশাল প্রাইভেটের টাকা প্রদান করা হয়েছে।
২	স্কুল সরঞ্জাম-	৯১১জন শিশু	৮২৬ জনকে শিশুকে খাতা, কলম,স্লেট, পেন্সিল, রাবার, কাটার প্রদান করা হয়েছে।
৩	সপ্তাহে পাঁচদিন কোচিং প্রদান	৯১১জন শিশু	সপ্তাহে তিন দিন ১ঘন্টা করে পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুদের জাতীয় পাঠ্য পুস্তক থেকে পড়ানো হয় ।
৪	চিকিৎসা	৯১১জন শিশু	সাধারণ ৮৭ জন শিশুকে চিকিৎসা খরচ ও ঔষধ দেয়া হয়েছে।
৫	পুষ্টিকর খাবার	৯১১জন শিশু	৫ বছর নিচে ১০২ জন শিশুকে ডাল ৫০০ গ্রাম হরলিক্স, ডাল-১কেজি, তৈল-১লি: নডুলস-৮পিস প্রদান করা হয়েছে।
৬	স্বাস্থ্য সরঞ্জাম-	৯১১জন শিশু	৫৮৮ জন শিশুকে ব্রাশ, টুথপেষ্ট, সাবান, মাস্ক প্রদান করা হয়েছে।
৭	অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম	৯১১জন শিশু	৫৭০ জনকে বয়:সন্ধিকালীন স্যানিটারী প্যাড প্রদান করা হয়।
৮	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও খেলাধূলা সংক্রান্ত	৯১১জন শিশু	১৬৭ জনকে নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয়েছে।
৯	শিশুদের পরিবার পরিদর্শন	৯১১জন শিশু	২৩২ টি শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে।
১০	অবিভাবক সমাবেশ	৯১১জন শিশু	শিশু ও শিশুর অভিভাবকদের সাথে উঠান বৈঠক করা হয়েছে,
১১	নাচ ও গান	৯১১জন শিশু	১৫০ জনকে মেয়েকে নাচ ও গান শিখানো হচ্ছে।
১২	উপহার বিতরণ	৯১১জন শিশু	১৫১ জন শিশুকে স্পন্সর পাঠানোর জন্মদিন ও পারিবারিক উপহার এর বাইসাইকেল, জুতা, জামা প্যান্ট, সালোয়ার কামিজ, চাউল, ফ্যান, মুদি জিনিসপত্র।
১৩	চাইল্ড সার্ভাইভাল প্রোগ্রাম	৯১১জন শিশু	* ১৫জন শিশু পরিবারকে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে দুধ-২লি:, চাল-২০ কেজি, ডাল-১কেজি তৈল-১লি:, ডিম-২০পিস প্রদান ।

উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন উপকরণ (খাতা, কলম, স্লেট, পেন্সিল, রাবার,ঔষধ, চাল,ডাল, ব্রাশ, টুথপেষ্ট, সাবান, মাস্ক, পোষাক ইত্যাদি) এবং অর্থ বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

আগাপে, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>অন্যান্য কার্যক্রম ঃ ইয়ুথ ও উপকারভোগীদের আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিম্নে জিনিসগুলো প্রদান করা হয়েছে-
* ৪ জন ইয়ুথকে ৩মাস (নভেম্বর/২২-জানুয়ারী/২৩) আনন্দ সংস্থা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এবং নগদ ২৫০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
* ৪ জন ইয়ুথকে ৩মাস (নভেম্বর/২২-জানুয়ারী/২৩) আনন্দ সংস্থা ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ এবং নগদ ৪২০০/- টাকায় ইলেট্রিক বক্স প্রদান করা হয়েছে।
* ১১ জন ইয়ুথকে ৩মাস (নভেম্বর/২২-জানুয়ারী/২৩) কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ভর্তি করা হয়েছে।
* ২১ জন ইয়ুথকে ৩মাস (নভেম্বর/২২-জানুয়ারী/২৩) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৫.</td>
<td>নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এনআরডিএস) ঃ-শাখা ব্যবস্থাপক, এনআরডিএস, খাগড়াছড়ি সভায় উপস্থিত না থাকায় সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।</td>
<td>সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>এনআরডিএস , খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬.</td>
<td>আশা ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা ব্যবস্থাপক, জনাব ফিরোজুর রহমান জানান যে, তাঁদের সংস্থা সহজ শর্তে ঋণ বিতরন, সঞ্চয় জমা/ উত্তোলন, সদস্যদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা, বীমা দাবী পরিশোধ, শিক্ষা ও স্যানিটেশন ঋণ বিতরন ও রেমিটেন্স প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলোচ্য সময়ে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি বিবরণ-
ক) ঋণ বিতরন = ১৫২৩৫ জন, ৫১.১২ কোটি টাকা।
(খ) চিকিৎসা সহায়তা= ৯ জন, ১,১৮,০০০/-টাকা এবং প্রায় ২২ হাজার সদস্যদের নিকট ভাইরাস জনিত রোগের মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করে সচেতনতা করা হয়।
(গ) বীমা দাবী=ঋণ বীমা দাবী ২৬ জন ১,৩০,০০০/- টাকা।
(ঘ) মূলধন দাবী= ২২ জন, ৯০,০০০/- টাকা
(ঙ) ফরেন রেমিটেন্স= ৯০ জন, ৭,০২,৩৫০/- টাকা।
(চ) সদস্য মৃত্যু পরবর্তী দাফন কাফন সহায়তা ঃ ৭৫,০০০/- টাকা।
(ছ) ঋণীদের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা=
(জ) প্রাক-প্রাথামক শিক্ষা পরিচালনা ৪ টি ব্রাঞ্চ দিঘীনালা, পানছড়ি, রামগড়, মানিকছড়ি মোট ১২০ টি কেন্দ্রে ১৫০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।</td>
<td>বিগত ০৮/১১/২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বিবিধ আলোচনার ২নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ছক" মোতাবেক মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।</td>
<td>আশা, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭.</td>
<td>বুরো বাংলাদেশ ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি এলাকা ব্যবস্থাপক, জনাব জয়নাল আবেদীন জানান তাঁর সংস্থা কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলায় সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, বীমা দাবী পরিশোধ, রেমিটেন্স প্রদান, কৃষি ঋণ বিতরণ ও Smap ঋণ বিতরন ও আঁদা চাষ প্রকল্পের জন্য ঋণ বিতরন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
আলোচ্য সময়ে অগ্রগতির বিবরণ ঃ- ঋণ বিতরণ-৩৭২৬জন, ৫৭.৫৯ কোটি টাকা; ঋণ বীমা দাবী-১৪ জন, ৯,৭৮,৭৫০/- টাকা; ফরেন রেমিটেন্স-২৪ জন, ৯,০৭,৪১৬/- টাকা এবং সঞ্চয় উত্তোলন ৭,১৮,৯০,২০৯/-টকা।</td>
<td>বিগত ০৮/১১/২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বিবিধ আলোচনার ২নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ছক" মোতাবেক মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।</td>
<td>বুরো বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮.</td>
<td>ইউনাইটেড পারপাস ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, জনাব আম্লান চাকমা জানান, তাঁদের সংস্থা বর্তমানে ২টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে ঃ-
১। LEAN (লিডারশিপ টু এনশিউর এডিকুয়েট নিউট্রিশন) ঃ এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ১০৪,৩৬,৩৬,৩৭৯/- টাকা ব্যয়ে LEAN (লিডারশিপ টু এনশিউর এডিকুয়েট নিউট্রিশন) নামে ১টি প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ টি জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান) মাতৃ, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টিমান উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত। খাগড়াছড়ি জেলায় লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, গুইমারা, পানছড়ি ও দীঘিনালা উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>বাস্তবায়িত কার্যক্রম</th><th>বাস্তবায়িত কার্যক্রম</th><th>সুবিধাভোগী /অংশগ্রহনকারী সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td colspan="5">রেজাল্ট-১ (পুষ্টি বিষয়ক গর্ভানেন্স)</td></tr>
<tr><td>১</td><td>উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক পরিকল্পনার ষান্মিষিক পর্যালোচনা কর্মশালা ও এনপিএএন২ এন্ড সিআইপি২ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন</td><td>০২ টি</td><td>মোট: ৫৪ জন</td><td>উপজেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>২</td><td>ইউনিয়ন এমএসপি সদস্যদের শিখন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়</td><td>০৯টি</td><td>মোট: ১৮০ জন</td><td>উপজেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ইউনিয়ন পর্যায়ের বরাদ্ধে পুষ্টি সম্পর্কিত বাজেট রাখার জন্য সভা</td><td>০৬টি</td><td>মোট: ১২০ জন</td><td>ইউনিয়ন পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক উপজেলা পর্যায়ে সভা</td><td>১টি</td><td>মোট: ৩০ জন</td><td>উপজেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td colspan="2">রেজাল্ট-২ (পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১</td><td>স্থানীয় হেডম্যান কাবরীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ</td><td>০৩টি</td><td>মোট-৬০জন</td><td>উপজেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>২</td><td>স্কুল পর্যায়ে পুষ্টি মেলা</td><td>০৩টি</td><td>মোট-৬০০জন</td><td>উপজেলা পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>ক্লাব এবং কমিউনিটির জন্য বৈচিত্র্যময় প্রদর্শনী</td><td>০৪ টি</td><td>মোট-১৫৫জন</td><td>কমিউনিটি পর্যায়ে।</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>কমিউনিটি পর্যায়ে ডব্লিউবিসি সদস্যদের পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালনা</td><td>৭৯৩টি</td><td>আনুমানিক ৮০৩০ জন</td><td>কমিউনিটি পর্যায়ে।</td></tr>
</table></td>
<td>সংশ্লিষ্ট লাইন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে</td>
<td>ইউনাইটেড পারপাস, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

৫	ডব্লিউবিসি সদস্যদের মাধ্যমে কমিনিটি সদস্যদের পুষ্টি সচেতনতা বিষয়ক ইভেন্ট	১৫টি	মোট-৬০০জন	কমিউনিটি পর্যায়ে।

২। **SOFOL(succes) Project: Inegrated support for the lifelong success of orphaned children in Bangladesh** ঃ পেনি আপিল, যুক্তরাজ্য নামক দাতা সংস্থার (মোট বরাদ্দ ৯৭,৫৩,৯৬,৪৪১/- টাকা) সহায়তায় **SOFOL** শীর্ষক প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৩টি উপজেলায় (পানছড়ি, দীঘিনালা এবং লক্ষীছড়ি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর ২০২১ হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত। এটি ৭৭০ জন অনাথ শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, অনাথ শিশুর পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-

ক্র: নং	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	সুবিধাভোগী /অংশগ্রহনকারী সংখ্যা	মন্তব্য
১	ভিলেজ রিসোর্স সেন্টার পর্যায়ে অনাথ এবং অন্যান্য শিশুদের আনন্দদায়ক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ওয়ান-টু মেন্টরশীপ ও টিউটরিং শিখন প্রদান	৬৫টি লানিং সেন্টার	১৫৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী	প্রতি সপ্তাহে ৫দিন সেশন
২	এতিম শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়তামূলক অর্থ প্রদান	প্রতি মাসে	৭৭০ জন	প্রতি মাসে ১০০০/- টাকা স্টাইপেন্ড আকারে দেওয়া হয়।
৩	ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, হেডম্যান, কার্বারী, ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের শিশু অধিকার নীতিমালা সভা	১৩টি সভা	১৬২ জন	১৩টির মধ্যে ৫টি সম্পন্ন করা হয়েছে।
৪	স্কীল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	৫ ব্যাচ	১০০ জন	
৫	নিয়মিত সঞ্চয়, পুষ্টি বিয়ে আলোচনা	৯১টি গ্রুপ	১৮৬৪ জন	
৬	লিঙ্কেজ বিল্ডিং ওয়ার্কশপ	৩টি	৯০ জন	
৭	পাবলিক এ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর লিঙ্কেজ বিল্ডিং ওয়ার্কশপ	১টি	৩০জন	

১৯.	<u>স্টেপ পদক্ষেপ</u> ঃ- সভায় উপস্থিত না থাকায় সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	স্টেপ পদক্ষেপ, খাগড়াছড়ি।
২০.	<u>রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম</u> ঃ- সভায় উপস্থিত না থাকায় সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	আরএইচস্টেপখাগড়াছড়ি।
২১.	<u>আইডিএফ</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি এলাকা ব্যবস্থাপক, জনাব মো: মাহবুবুল কবির জানান যে, তাঁদের সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে এবং মাইক্রোক্রেডি এর কার্যক্রম তুলে ধরেন ঃ মোট সদস্য সংখ্যা-১০২২৫জন, ঋণীর সংখ্যা-৮৩০৩জন, এ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ-৩৭৮.২কোটি টাকা, এ পর্যন্ত ঋণ আদায়-৯৭.১কোটি টাকা, এ পর্যন্ত স্থিতি ঋণ-৩১.৯কোটি টাকা। সংস্থার প্রেরিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তাঁদের সংস্থা খাগড়াছড়ি জেলায় ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী চলমান রয়েছে। কিন্ত উক্ত প্রতিবদনে ১৮টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, বাস্তবায়নাধীন কর্ম এলাকা, প্রকেল্পর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রকল্পের মেয়াদ, প্রকল্পের কার্যক্রম এবং আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি কিছুই যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। সভায় আইডিএফের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সহ কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	১৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে এবং "ছক" অনুযায়ী মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।	আইডিএফ, খাগড়াছড়ি।
২২.	<u>গ্রীন হিল (সূর্যের হাসি ক্লিনিক)</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব রুপান্ত চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ্যাডভান্সিং ইউনিভারসেল হেলথ কভারেজ প্রকল্প (এইউএইচসি) প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন ঃ- ১। **এ্যাডভান্সিং ইউনিভারসেল হেলথ কভারেজ প্রকল্প (এইউএইচসি)** ঃ প্রকল্পটি **ইউএসএআইপি** এর অর্থায়নে (চলমান বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৭৩,৩৪,১১৮/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, প্যাথলজি সেবা, ইপিআই, রেফারেল ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন, পুষ্ঠি ও জেন্ডার বিষয়ে সেবামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই, ২০২২খ্রি. হতে ৩০ জুন, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ	**CEMB** প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।	গ্রীন হিল, খাগড়াছড়ি।

ক্র. নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম সেবা (এএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)	সুবিধাভোগী/গ্রাহকসংখ্যা	মন্তব্য
০১	মোট গর্ভবতী সেবা	৬৫১ জন	
০২	নিরাপদ প্রসব সেবা	১০৪ জন	
০৩	নিরাপদ প্রসব সেবা (রেফার)	০৬জন	
০৪	গর্ভোত্তর সেবা (পিএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)	৩১৮ জন	
০৫	সাধারণ সর্দি কাশি	২৯৭জন	
০৬	ডায়রিয়া	৬১ জন	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>০৭</td><td>প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা</td><td>৭৫ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা</td><td>১০৯ জন</td><td></td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>ইপিআই অংশগ্রহণ</td><td>১৭কেন্দ্র</td><td></td></tr>
<tr><td>১০</td><td>সাধারণ রোগের চিকিৎসা</td><td>১৩৪৩ জন</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>মোট সেবার পরিমাণ</td><td>২৯৬৪ জন</td><td></td></tr>
</table>
সভাপতি Combating Early Marrige in Bangladesh (CEMB) প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান- তিনি এ প্রকল্পের বিষয়ে সম্পৃক্ত নয়, বিধায় কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি অবগত নন। সভায় Combating Early Marrige in Bangladesh (CEMB) প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২৩.</td>
<td>
<u>ইপসা- ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব উজ্জল মুৎসুদ্দী জানান, তাঁদের সংস্থা বর্তমানে ৩টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচী চলমান রয়েছে। যথা- ১। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি), ২। সমৃদ্ধি কর্মসূচী এবং ৩। সুখি জীবন প্রকল্প।

১। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি) ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>কার্যক্রম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>বর্তমান পর্যন্ত অর্জন</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>সমিতির সংখ্যা</td><td>২০</td><td>১৭</td><td>১৭২</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>সদস্য সংখ্যা</td><td>৩৮০৬</td><td>-</td><td>৩৪৫৪</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>নতুন সদস্য ভর্তি</td><td>১৬০</td><td>৯৫</td><td>-</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>সদস্য বাতিল</td><td>৫০</td><td>১৪৫</td><td>-</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা</td><td>৬০০</td><td>৫৪২</td><td>২৮১৭</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>ঋণ বিতরণ</td><td>৪,৫০,০০,০০০/-</td><td>৫,১৫,০০,০০০/-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>ঋণ আদায়</td><td>১০০%</td><td>৯৮.৯৫%</td><td>৯৮.৯৫%</td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>মোট ঋণ স্থিতি</td><td>১০,০০,০০,০০০/-</td><td>-</td><td>৯,৩৫,৭১,০৫৫/-</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>সঞ্চয় আদায়</td><td>১০,০০,০০০/-</td><td>৭,৪৫,২৬৭/-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>সঞ্চয় ফেরত</td><td>৩,৫০,০০০/-</td><td>৪,৬৭,০০০/-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>সঞ্চয় স্থিতি</td><td>৪,৫০,০০,০০০/-</td><td>-</td><td>৩,৯৯,৫২,৪২৬/-</td></tr>
</table>
২। সমৃদ্ধি কর্মসূচী ঃ এটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ৩নং পানছড়ি সদর ইউনিয়নে পানছড়ি উপজেলায় দারিদ্রতা হ্রাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- স্টাটিক ক্লিনিক-৪৮টি, স্যাটেলাইট ক্লিনিক-১৬টি, বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প-০১টি, উঠান বৈঠক-১২৪টি, ওয়ার্ড যুব সভা-০৯টি, অভিভাবক সভা-৫৮টি, স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্তৃক ডায়াবেটিস পরীক্ষা-২৪৯টি, স্বাস্থ্য পরিদদর্শক কর্তৃক খানা পরিদর্শন-৮৫৭টি, সদস্যদের আইজিএ প্রশিক্ষণ-১০০ এবং ওয়ার্ড সভা (ইউনিয়ন)-০৯টি।

৩। সুখি জীবন প্রকল্প ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদর ও পানছড়ি উপজেলায় USAID, Pathfinder international এর অর্থায়ণে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- এসবিবিসি সেশন-৪০টি, স্মল গ্রুপ সেশন-৩৮টি, পিয়ার গ্রুপ সেশন-১১৮, রেফারেল মিটিং-০২টি, পরিবার পরিকল্পনা সেবা-০২টি কমিউনিটি ডায়ালগ মিটিং-০১টি এবং স্কুল পর্যায় মিটিং-০৪টি।
</td>
<td>বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (বাজেট) এবং প্রকল্পের মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।</td>
<td>ইপসা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪</td>
<td><u>তারুম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন</u> ঃ- জেলা এনজিও সমন্বয় সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা ইনচার্জ, জনাব পরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর উন্নয়মূলক কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, তাঁদের সংস্থা Support for Realizing the Community's Development visions in the Chittagong Hill Tracts (SRCD-CHT) নামে ১টি উন্নয়মূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এটি Fulda University of Applied Science, জার্মানী এর অর্থায়ণে মোট বরাদ্দ ২৪,৯০,০০০/- টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী, ২০২১খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের জনগোষ্ঠীর অতি জরুরী চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও এর চর্চাসমূহ পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সহায়তা করা। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ- গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা ও পরীবিক্ষণ সভা-৪টি (অংশগ্রহণকারী-৬৮জন)।</td>
<td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>টিডিও, রাঙ্গামাটি।</td>
</tr>
<tr>
<td>২৫</td>
<td><u>প্রোগ্রেসিভ</u> ঃ- সভায় উপস্থিত না থাকায় সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।</td>
<td>নিয়মিত সভায় উপস্থিতসহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>প্রোগ্রেসিভ, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

<u>বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ -</u>

সভায় এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সরকারি নির্দেশনা, ঋণ ও অন্যান্য মাসিক কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন, পরবর্তী সভা অনুষ্ঠান ও বিবিধ আলোচনা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

১। এনজিও সমূহকে **মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি** অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের টাকা সঠিক কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে এনজিও সংস্থাসহ সকলকে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩। এনজিও সংস্থাদের দ্বি-মাসিক (মার্চ-এপ্রিল/২০২৩খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪। উন্নয়ন কর্মসূচী/প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় পূর্বক এবং উপজেলা ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। বৈসু, সাংগ্রাই, বিঝু ও বাংলা নববর্ষ -১৪৩০ উদযাপন উপলক্ষে ১১/০৪/২০২৩খ্রি. তারিখে পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বর্নাঢ্য র‌্যালিতে সকল এনজিও সংস্থাকে পূর্বের ধারাবাহিকতায় অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। দাপ্তরিক কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক নোটিশ, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে হবে। এনজিও সমূহের দাপ্তরিক দ্বি-মাসিক প্রতিবেদন হার্ডকপি সরাসরি/ডাক যোগে এবং সফট কপি (এম. এস. ওয়ার্ড/SutonnyMJ ফন্টে) ই-মেইলের (atish.khdc@gmail.com) মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং (adceduictkhagrachari@mopa.gov.bd) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়িতে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশেষে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলী ও উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, পরবর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগ এবং এনজিও সংস্থাদের শতভাগ উপস্থিতি কামনা করে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৪/৪/২৩

(মংসুইপ্রু চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
পার্বত্য জেলা পরিষদ
ও
সভাপতি
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং-২৯.২৩৬.০১৯.৩৩.০১.০৩৭.২০১৩-৪৪২৯

তারিখ- ০৪/০৪/২০২৩খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি /কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
২। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৬। উপসচিব, সমন্বয়-২, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পষিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৮। সার্কেল চীফ, মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৯। সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১০। নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পষিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১২-১৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/জেলা সমাজসেবা বিভাগ/পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১৫-২১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সহকারী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
২৩। ....(এনজিও), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২৪। সংশ্লিষ্ট কপি।

৪/৪/২৩

(মুনতাসির জাহান)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
ও
সদস্য সচিব
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।